পিতামাতার উপর সন্তানের হক সম্পর্কিত বর্ণনা

مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِيْ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ

(পিতামাতার উপর সন্তানের হকের ব্যাপারে নিদের্শনা সম্বলিত আলোকবর্তিকা)

এর সহজিকরণ ও সংকলন

সন্তানের হক

লিখক :

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত

মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

পিতামাতার উপর সন্তানের হকের ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ সংশোধনমূলক পুস্তিকা

مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِىْ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ

(পিতামাতার উপর সন্তানের হকের ব্যাপারে নির্দেশনা সম্বলিত আলোকবর্তিকা)
এর সহজিকরণ ও সংকলন

সন্তানের হক

লিখক: আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

উপস্থাপনায়
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)
(আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **এর কিতাব বিভাগ)**

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ الله وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ الله

কিতাবের নাম : مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ

সংকলিত নাম : সন্তানের হক

লিখক : আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব বিভাগ)

প্রকাশকাল : ১৪৪০ হিজরী/ ২০১৯ ইংরেজী

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা**, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ফোন: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com
Web: www.dawateislami.net

এই রিসালাটি অন্য কারো ছাপানোর অনুমতি নেই

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কিতাব এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ) এর পক্ষ থেকে:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحۡسَانِہٖ وَ بِفَضۡلِ رَسُوۡلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আমার ওলীয়ে নেয়ামত, আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইসে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর অতুলনীয় মেধা ও প্রতিভা, উচ্চ মানের ফিকাহশাস্ত্র এবং নতুন ও পুরোনো জ্ঞানে পরিপূর্ণ নৈপূর্ণ ও দক্ষতা অর্জিত ছিলো। তাঁর প্রায় এক হাজার কিতাব ও পঞ্চান্নটিরও বেশি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইলমী দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

তাঁর যেসকল লেখনী কৃতিত্ব আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে তার মধ্যে “কানযুল ঈমান”, “হাদায়িকে বখশীশ” এবং “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া” (সংশোধিত ৩৩ খন্ড সম্বলিত)ও অন্তর্ভুক্ত, শেষোক্তটি তো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এমন মহা সাগর, যা অসংখ্য ও নির্ভরযোগ্য মাসআলা ও বিরল গবেষণা নিজের মাঝে আবদ্ধ করে

রেখেছে, যা পাঠ করে উপলব্ধি সম্পন্ন মানুষ অজান্তেই বলে উঠে যে, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুজতাহিদ স্বরূপ অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন। তাঁর কিতাব অনন্তকাল কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য চলার পথের পাথেয়। সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের উচিৎ, হুযুরে আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সকল রচনা সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই অধ্যয়ন করা।

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰہُ সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দরসি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'** মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ভুমিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক মানুষকে পিতামাতার সাথে সদাচরন করার আদেশ দিয়ে ইরশাদ করেন:

وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ اِحْسٰنًا ط
(পারা ২৬, সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন আপন মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে।

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোরআন ও হাদীসের আলোকে খুবই সহজভাবে পিতামাতার হক সমূহ বর্ণনা করে বলেন:

"এক কথায় পিতামাতার হক তা নয় যে, মানুষ তাদের কাছ থেকে কখনো পদমর্যাদায় বড় হবে, তারা সন্তানের জীবন ও অস্তিতের মূল মাধ্যম, এজন্য যা কিছু দ্বীনি ও দুনিয়াবী নেয়ামত পাবে সব তাদেরই সদকায় পাবে যে, প্রত্যেক নেয়ামত ও পরিপূর্ণতা অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে এবং অস্তিত্বের মূল মাধ্যম হচ্ছেন পিতামাতা। তাই শুধুমাত্র পিতামাতা হওয়াই এমন মহান হকের অধিকারী হয়, যাদের কাছ থেকে দায়িত্বমুক্ত কখনো হওয়া যায় না, না তাদের সাথে তাদের লালণপালনের কষ্ট, তাদের আরামের জন্য তাদের কষ্ট সহ্য করা, বিশেষকরে পেটে রাখা, জন্ম দেয়া, দুধ পান করানোতে মায়ের কষ্ট, তাদের কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় হতে পারে। সারমর্ম হলো, তারা তার জন্য **আল্লাহ পাক ও রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছায়া এবং **তাঁর** প্রতিপালণ ও দয়ার প্রকাশস্থল, সুতরাং **"কোরআনে আযীমে" আল্লাহ পাক** নিজের হকের পাশাপাশি তাদের হকও উল্লেখ করেছেন:

اَنِ اشْکُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ط
(পারা ২১, সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা পিতার;

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! একটি পথে এমন উত্তপ্ত পাথর রয়েছে যে, যদি মাংস তাতে রাখা হয় তবে কাবাব হয়ে যাবে, আমি ৬ (ছয়) মাইল পর্যন্ত আমার মাকে কাঁধে নিয়ে হেঁটে গিয়েছি, আমি কি তার হক থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: لعلّه أن يكون بطلقة واحدة (তাবারানী ফিল আওসাত) অর্থাৎ তোমার জন্ম হওয়ার সময় যেরূপ ব্যথার ঝটকা সে সহ্য করেছে, সম্ভবত সেগুলো থেকে একটি ঝটকার বদলা হতে পারে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৪০১, ৪০২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে পিতামাতর হক খুবই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যদি পিতামাতার হক আদায়ে মানুষ সারা জীবন লিপ্ত থাকে তবুও তাদের হক আদায়ে মানুষ কখনোই পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে না, কেননা পিতামাতার হক এমন নয় যে, কয়েকবার বা অনেকবার আদায় করে দেয়াতে মানুষ দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যেখানে পবিত্র শরীয়াতে পিতামাতার সম্মান ও মহত্ব এবং মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে তাদের হক আদায়ের আদেশ দিয়েছে সেখানে পিতামাতার উপরও সন্তানের কিছু হক নির্ধারণ করেছে।

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ যেমনিভাবে নিজের কথা ও কলমের মাধ্যমে বাতিল শক্তির প্রবলভাবে মোকাবেলা করেছেন, কুফর ও মুরতাদের বধ করেছেন, বিদআত ও অস্বীকারের রদ করেছেন মুসলমানের অন্তরকে ইশ্কে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্বারা পরিছন্ন করেছেন, তেমনিভাবে মাঝে মাঝে মুসলমানদের সংশোধনের নিমিত্তে পারিবারিক হোক বা বংশীয়, **আল্লাহ পাকের** হক আদায় হোক বা বান্দার হক, প্রতিটি বিষয়ে ওয়াজ ও তাবলীগের মাধ্যমে নিদের্শনা দিতে থাকেন। এই পুস্তিকা "مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ"ও এরই ধারাবাহিকতার একটি অংশ, যাতে

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **“সন্তানের হক”** এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, পিতামাতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। যদিও এই হক সমূহের মধ্যে অধিকাংশই আদায় করা পিতামাতা উপর ওয়াজিব নয় কিন্তু যদি পিতামাতা নিজের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের সত্যিকার মুসলমান বানানো, দুনিয়া ও আখিরাতের তাদের সফল দেখতে চায় এবং নিজেও আনন্দিত হতে চায় তবে এই হক সমূহের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁর এই পুস্তিকাও জ্ঞানের ভান্ডার, যেটাতে আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সন্তানের সুশিক্ষা সম্পর্কে প্রায় আশিটি (৮০) হক হাদীসে মরফুয়ার আলোকে শুধুমাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় বর্ণনা করে যেনো সমুদ্রকে পানির পাত্রে বন্দি করে দিলেন, এটাও তাঁর কলমের উৎকর্ষতা যে, অনেক পৃষ্ঠা সম্বলিত ব্যাখ্যাকে কয়েকটি পৃষ্ঠায় বর্ণনা করে দেন।

এই পুস্তিকার এই বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ** (**দা'ওয়াতে ইসলামী**) এই ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করলো যে, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই মহান সংশোধন মূলক লিখনীকেও সাধারণ ও বিশেষ ইসলামী ভাইদের খেদমতে উপস্থাপন করার, সুতরাং “**আলা হযরত** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **এর কিতাব বিভাগ**” এর মাদানী ইসলামী ভাইয়েরা অনেক পরিশ্রম ও আত্মনিয়োগে সহজিকরণ, উৎস নির্ণয় এবং সংশোধন ইত্যাদির কাজ করেন, যার অনুমান নিম্নে প্রদত্ত কাজের বিবরণ দ্বারা করতে পারেন:

১. আয়াত ও হাদীস এবং অন্যান্য ইবারতের উদ্ধৃতি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
২. বিভিন্ন স্থানে আরবী শব্দ এবং কঠিন বাক্যকে সহজ করে দেয়া হয়েছে, যাতে “পুস্তিকায়” বর্ণনাকৃত মাসআলা সহজেই বুঝা যায়।

৩. অনুরূপভাবে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা সহকারে শরয়ী মাসআলা বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।

৪. ইসলামী ভাইদের সুবিধার জন্য ফিকহী পরিভাষার সংজ্ঞা আরবী কিতাব থেকে আরবী মতনসহ অনুবাদ, সহজভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. নতুন ব্যাখ্যা নতুন লাইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে অধ্যয়ন কারীরা সহজেই মাসআলা বুঝতে পারে।

৬. কোরআনের আয়াতকে **বাক্স**, হাদীসের মতনকে কোলন "", কিতাবের নাম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইবারতকে ব্রেকেট () দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে।

৭. অবশেষে তথ্যসূত্রের তালিকা, রচয়িতা ও গ্রন্থাকারের নাম, তাদের ওফাতের সন এবং প্রকাশনা সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রচেষ্টায় ইসলামী ভাইয়েরা যে সৌন্দর্য অবলোকন করবে তা **আল্লাহ পাকে**র দান, **তাঁর প্রিয় হাবীব, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া, ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং বিশেষ করে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়েয। আর যে অপূর্ণতা দেখা যাবে তাতে নিঃসন্দেহে আমাদের অলসতার কারণে মনে করবেন।

বিশেষকরে ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর নিকট আবেদন যে, এই প্রচেষ্টার মানদন্ডকে আরো উন্নত করার ব্যাপারে আমাদেরকে আপনাদের মূল্যবান মতামত ও টিপস দ্বারা লিখিতভাবে অবহিত করুন। দোয়া হলো যে, **আল্লাহ পাক** এই "পুস্তিকা" সাধারণ ও বিশেষ সকলের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করুক! اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **এর কিতাব বিভাগ**

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পুস্তিকা

مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ [১]

(পিতামাতার উপর সন্তানের হকের ব্যাপারে নিদের্শনা সম্বলিত আলোকবর্তিকা)

মাসআলাঃ সুরুন, জিলা ই'টা মহল্লা, দেশ যাদগান, প্রশ্ন প্রেরণকারীঃ মির্জা হামেদ হাসান সাহেব, ৭ জুমাদিউল উলা, ১৩৪০ হিঃ।

ওলামায়ে দ্বীনরা কি বলেন এই মাসআলা সম্পর্কে যে, পিতার উপর ছেলের কিরূপ হক রয়েছে, যদি থাকে আর তিনি আদায় না করলে তবে তাঁর জন্য শরয়ী বিধান কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

بَيِّنُوْا تُؤْجَرُوْا (বর্ণনা করুন, সাওয়াব লাভ করুন)

উত্তরঃ

আল্লাহ পাক যদিও পিতার হক ছেলের[২] উপর অনেক মহান বলেছেন, এমনকি নিজের হকের সাথে উল্লেখ করেছেন যে,

اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیْكَ ط
(পারা ২১, সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা পিতার;

---

১. অনেক বুযুর্গ এই রিসালার নাম "مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ اِلٰى حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ" ও উল্লেখ করেছেন।

২. যেমনটি প্রশ্ন দ্বারা বঝা যায় যে, প্রশ্নকারী পিতার উপর ছেলের হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, যার উত্তরে হক বর্ণনা করার সময় আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ "ছেলে" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যাতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই অন্তর্ভুক্ত (লিসানুল আরবী, ২য় খন্ড, ৪৩৫৩ পৃষ্ঠা) এই জন্যই, ছেলে এবং মেয়ের হক প্রায় একই, শুধুমাত্র কিছু ব্যতীত, যার বিস্তারিত বর্ণনা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করে দিয়েছে।

কিন্তু ছেলের হকও পিতার উপর মহান রাখা হয়েছে যেন ছেলে সাধারনত ইসলাম, অতঃপর বিশেষ পরিচিত, অতঃপর নৈকট্য, অতঃপর বিশেষ পরিজন, এইসব হকের সমষ্টি হয়ে সবচেয়ে বেশি বিশেষত্বের মর্যাদা রাখে[১] এবং যেভাবে বিশেষত্ব বৃদ্ধি পাবে হকও সেইভাবে অধিকতর দৃঢ় ও মজবুত হতে থাকে। ওলামায়ে কিরামগণ আপন শানদার কিতাব যেমন; **"ইহইয়াউল উলুম"** ও **"আইনুল উলুম"** ও **"মদখল"** ও **"কিমিয়ায়ে সাআদাত"** ও **"যাখিরাতুল মুলুক"** ইত্যাদিতে ছেলের হক সম্পর্কে খুবই কম আলোচনা করেছেন, কিন্তু আমি শুধু **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم[২] এর মরফু হাদীসের দিকেই দৃষ্টি প্রদান করছি।

আল্লাহ পাকের দয়ায় আশা করছি যে, ফকিরের (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এই কয়েকটি শব্দ লিখন এমন পরিপূর্ণ ও উপকারী সাব্যস্ত হবে যে, এর তুলনা বড় বড় কিতাবে পাওয়া যাবে না, এই ব্যাপারে যেরূপ হাদীস **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে এখন আমার স্মরণে ও দৃষ্টিতে রয়েছে তা যদি বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃতি সহকারে লিখা হয় তবে একটি পুস্তিকা হয়ে যাবে আর উদ্দেশ্য যেহেতু শুধু শরয়ী আহকাম অবগত হওয়া, সেহেতু এখন শুধু ঐ হকের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি। وَبِاللهِ التوفيق

---

১. ছেলে ও মেয়ে সাধারনত মুসলমান হওয়া, অতঃপর বিশেষ প্রতিবেশি হওয়া, অতঃপর নিকটাত্মিয় হওয়া এবং বিশেষ করে তারই পরিবারে হওয়ার কারণে পিতার সবচেয়ে বেশি বিশেষ মনযোগের অধিকারী হয়।

২. **হাদীসে মরফু:** هوما ينتهي إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غاية الإسناد **অর্থাৎ "ঐ হাদীস যার সনদ নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাকে মরফু হাদীস বলে।"** (নুযহাতুন নযর, ১০৪ পৃষ্ঠা)

(১) সর্বপ্রথম হক হলো, সন্তানের জন্মেরও পূর্ব থেকে যে, বান্দা যেনো নিজের বিবাহ কোন নিচু বংশ থেকে না করে, কেননা খারাপ বংশ অবশ্যই (খারাপ) প্রভাব বিস্তার করে।

(২) দ্বীনদার বংশ থেকে বিবাহ করা, কেননা সন্তানের উপর নানা ও মামাদের অভ্যাস ও কার্যাবলীও প্রভাব বিস্তার করে।

(৩) কালো রঙের মহিলার সাথে নৈকট্য (বিবাহ) না করা, কেননা মায়ের কালো রঙ সন্তানকে কুৎসিত করে দেয়।

(৪) সহবাসের পূর্বে بِسْمِ اللهِ বলা, অন্যথায় সন্তানের মাঝে শয়তান অংশগ্রহণ করে নেয়[১]।

---

১. হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِه وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন এই দোয়া পাঠ করবে: "بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَارَزَقْتَنَا" অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের নামে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো এবং যে (সন্তান) তুমি আমাদের দিবে তাকেও শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো।" তবে যদি এই সহবাসে তাদের ভাগ্যে সন্তান হয় তবে তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।
(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪র্থ খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৩৮৮)

এই হাদীসে মুবারাকার ব্যাখ্যায় হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই দোয়া সতর খোলার পূর্বে পড়ুন।" অতঃপর বলেন: "এই সহবাসে না শয়তান অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং না সন্তানকে শয়তান প্রতারিত করতে পারবে, بِسْمِ اللهِ অর্থ হলো সম্পূর্ণ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, মনে রাখবেন, যেমনিভাবে শয়তান খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিতে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে তেমনি সহবাসেও, আর যেমনিভাবে পানাহারের বরকত শয়তানের অংশগ্রহনে চলে যায় তেমনি সহবাসে শয়তানের অংশগ্রহনে সন্তান অনুপযুক্ত এবং জ্বীনে ধরা রোগে আক্রান্ত থাকে এবং যেমনিভাবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করাতে শয়তান পানাহারে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে না তেমনিভাবে بِسْمِ اللهِ এর বরকতে সহবাসে শয়তান অংশগ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে সন্তান নেককার হয় এবং জ্বীনে ধরা রোগ থেকেও আল্লাহ পাকের দয়ায় নিরাপদ থাকে, উত্তম হলো, স্বামী স্ত্রী উভয়ে পাঠ করে নেয়া।" (মিরাতুল মানাজিহ, ৪র্থ খন্ড, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

(৫) সেই সময় মহিলার বিশেষ অঙ্গের দিকে দৃষ্টি না দেয়া, কেননা সন্তান অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৬) বেশি কথা না বলা, কেননা বোবা বা তোৎলা হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(৭) নারী পুরুষ কাপড় ঝড়িয়ে নিন, পশুদের ন্যায় উলঙ্গ থাকবেন না, কেননা সন্তানের নির্লজ্জ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৮) যখন সন্তানের জন্ম হয়, দ্রুত ডান কানে আযান, বাম কানে তাকবীর বলুন[১]; যেনো শয়তানের কুমন্ত্রণা ও **"উম্মুস সিবয়ান"**[২] থেকে বেঁচে থাকে।

(৯) শুকনো খেজুর প্রভৃতি কোন মিষ্ট বস্তু চিবিয়ে তার মুখে দিন, কেননা তা মিষ্ট (ভাষী), চরিত্র উত্তম হওয়ার জন্য সৎ ফাল (সহায়ক হবে)।

(১০) সপ্তমদিন আর সম্ভব না হলে তবে চৌদ্দতম অন্যথায় একুশতম দিন আকীকা করুন, মেয়ের জন্য একটি, ছেলের জন্য দু'টি, কেননা এটি সন্তানকে বন্ধক থেকে মুক্ত করা[৩]।

---

১. উত্তম হলো, ডান কানে চারবার আযান এবং বাম কানে তিনবার ইকামত বলা।
(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

২. উম্মুস সিবয়ান: "এক প্রকার মৃগী রোগ, যা অধিকাংশ শিশুর কফের আধিক্য এবং পাকস্থলীর সমস্যার কারণে হয়ে থাকে, যার কারণে শিশুর হাত পা বাঁকা হয়ে যায় এবং মুখ থেকে ফেনা বের হতে থাকে।" (ফারহাঙ্গে আসফিয়া, ১ম খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

৩. সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ "বাহারে শরীয়াত" এ বলেন: "বন্ধক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে, এর (সন্তান) থেকে পরিপূর্ণ লাভ অর্জিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আকীকা করা হবে না এবং অনেকে বলেন: শিশুর নিরাপত্তা এবং এর শারীরিক বৃদ্ধি ও তার মাঝে ভাল গুণাবলী হওয়া আকীকার সাথে সম্পৃক্ত।" তিনি আরো বলেন: "ছেলের আকীকায় দু'টি ছাগল এবং মেয়ের আকীকায় একটি ছাগল জবাই করুন অর্থাৎ ছেলের বেলায় নর পশু এবং মেয়ের ☛

(১১) একটি (ছাগলের) পা ধাত্রিকে দিন, কেননা তা সন্তানের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

(১২) মাথার চুল মুন্ডন করান।

(১৩) চুলের সমপরিমাণ রূপা ওজন করে দান করে দিন।

(১৪) মাথায় জাফরান লাগান।

(১৫) নাম রাখুন, এমনকি অপরিপক্ক শিশুরও, যা অল্প সময়ে পড়ে যায়, অন্যথায় **আল্লাহ পাকের** নিকট অভিযোগ করবে।

(১৬) মন্দ নাম রাখবেন না, কেননা মন্দ ফাল মন্দই হয়।

(১৭) আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আহমদ, হামিদ ইত্যাদি ইবাদত ও হামদের নাম(১) বা আম্বিয়া, আউলিয়া অথবা নিজের বয়োবৃদ্ধদের যারা নেককার ছিলো তাদের নামে নাম রাখুন, কেননা তা বরকতের মাধ্যম, বিশেষকরে নামে পাক **"মুহাম্মদ"** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, এই নাম মুবারকের অফুরন্ত বরকত শিশুর দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসবে(২)।

☛ বেলায় মাদী পশুই মানানসই এবং ছেলের আকীকার মাদী ছাগল এবং মেয়ের আকীকায় নর ছাগল জবাই করলেও সমস্যা নাই আর আকীকায় গরু জবাই করা হলে তবে ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশই যথেষ্ট, অর্থাৎ সাত অংশের মধ্যে দুই অংশ বা এক অংশ।" তাছাড়া এতে আরো রয়েছে: "ছেলের আকীকায় দু'টি ছাগলের স্থালে কেউ একটি ছাগল জবাই করলো তবুও জায়িয।"

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৫তম অংশ, ১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠা)

বিঃদ্রঃ- আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "আকীকা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর" অধ্যয়ন করুন।

১. অর্থাৎ যেসকল নামে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ পাক বা তাঁর গুণবাচক নামের দিকে হয় বা যে নামে হামদের অর্থ থাকে।

২. মুহাম্মদ নামের বরকত:

(১) হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

☛ من ولد له مولودٌ ذكرٌ، فسمّاه مُحَمَّدًا حُبًّا لي وتبركًا باسمي، كان هو ومولوده في الجنة۔

(১৮) যখন মুহাম্মদ নাম রাখবে তবে এর সম্মান ও আদব করবেন।

(১৯) মজলিশে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিবেন।

(২০) মারা ও মন্দ বলাতে সতর্ক থাকবেন।

(২১) যা চাইবে ভালভাবে দিবেন।

(২২) আদর করে ছোট উপাধী ও গুরুত্বহীন কোন নাম রাখবেন না, কেননা রেখে দেয়া নাম সহজে ভোলা যায় না।

(২৩) মা হোক বা নেককার ধাত্রী, নামাযী, ভদ্র, ভাল বংশ থেকে দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করান।

(২৪) মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীনি মহিলার দুধ পান করানো থেকে বাঁচান, কেননা দুধ স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

☛ অর্থাৎ "যার ছেলে সন্তান জন্ম হয় এবং সে আমার ভালবাসায় ও আমার নামে পাকের বরকত লাভের জন্য তার নাম মুহাম্মদ রাখে, তবে সে এবং তার রসন্তান উভয়েই জান্নাতে যাবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, ৮ম খন্ড, ১৬তম অংশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫২১৫)

(২) হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন দুইজন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড় করানো হবে, আদেশ হবে; এদের জান্নাতে নিয়ে যাও, আরয করবে: ইলাহী! আমরা কোন আমলের বিনিময়ে জান্নাতের উপযুক্ত হলাম, আমরা তো জান্নাতে যাওয়ার মতো এমন কোন কাজ করিনি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: জান্নাতে যাও, আমি শপথ করেছি যে, যার নাম আহমদ বা মুহাম্মদ হবে সে দোযখে যাবে না।

(মুসনাদে ফিরদাউস লিদ দায়লামী, ২য় খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৫১৫)

(৩) হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

ما من مائدة وضعت فحضر عليها اسمه أحمد أو محمد إلّا قدّس ذلك المنزل كلّ يوم مرتين۔

অর্থাৎ "যেই দস্তরখানায় কেউ আহমদ বা মুহাম্মদ নামে থাকলে, তবে সেই স্থানে প্রতিদিন দুইবার বরকত অবতীর্ণ করা হবে।"

(মুসনাদিল ফিরদাউস লিদ দায়লামী, ২য় খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫২৫)

বিঃদ্রঃ- মুহাম্মদ নাম রাখার আরো ফযীলত ও বরকত "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" ২৪তম কণ্ড, ৬৮৬ পৃষ্ঠা এবং "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড, ১৬তম অংশ, ২১০-২১১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

(২৫) শিশুর খাবার, পানীয়, কাপড় ইত্যাদির ব্যয় এবং তার চাহিদার সকল সরঞ্জাম প্রদান করা স্বয়ং ওয়াজিব, যাতে নিরাপত্তাও অন্তর্ভুক্ত।

(২৬) শরয়ী ওয়াজিব সমূহ আদায়ের[১] পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে নিকটাত্মীয়, অভাবী, গরীবদের মধ্যে সর্বপ্রথম হক হলো পরিবার পরিজনদের, যা এরপরও অবশিষ্ট থাকবে তা অন্যান্যদের।

(২৭) সন্তানদের হালাল উপার্জন থেকে হালাল খাবার দিন, কেননা হারাম সম্পদ হারাম স্বভাবই নিয়ে আসবে।

(২৮) সন্তানদের রেখে একা খাবেন না বরং তাদের চাহিদাকে নিজের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিন, যে ভাল খাবার তাদের মন চায় তা তাদের দিয়ে তাদের সদকায় আপনিও খান, বেশি না হলে শুধু তাদেরকেই খাওয়ান।

(২৯) **আল্লাহ পাকের** এই আমানত সমূহের সাথে স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ণ আচরণ করুন, তাদের আদর করুন, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরুন, কাঁধে চড়ান।

(৩০) তাদের সাথে হাসির, খেলার কথাবার্তা বলুন, তাদের মন খুশি, সান্তনা, সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা সর্বদা এমনকি নামায ও খুতবায়ও লক্ষ্য রাখুন।

(৩১) নতুন ফল-ফলাদি প্রথমে তাদেরকেই দিন, কেননা তারাও কিন্তু নতুন ফল, নতুনকে নতুনই মানায়।

---

১. নিজের প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র শরীয়াতের নির্ধারিত ওয়াজিব সমূহ আদায়। যেমন; যাকাত, ফিতরা এবং কুরবানী ইত্যাদি।

(৩২) কখনো কখনো সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের শিরনি ইত্যাদি খাওয়ান, পরিধান করার এবং খেলার ভাল জিনিস (যা) শরয়ীভাবে জায়িয, তা দিতে থাকুন।

(৩৩) চিত্ত বিনোদনের জন্য মিথ্যা ওয়াদা করবেন না, বরং শিশুদের সাথেও সেই ওয়াদা জায়িয, যা পূরণ করার ইচ্ছা থাকে।

(৩৪) নিজের কয়েকজন সন্তান হলে তবে যা কিছুই দিবেন সবাইকে সমানভাবে দিন, একজনকে আরেকজনের চেয়ে বেশি দ্বীনি মর্যাদা ছাড়া প্রাধান্য দিবেন না।[১]

(৩৫) সফর থেকে আসার সময় তাদের জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসুন।

(৩৬) অসুস্থ হলে চিকিৎসা করান।

(৩৭) যথাসম্ভব মারাত্মক ও কষ্টদায়ক চিকিৎসা থেকে বাঁচান।

(৩৮) কথা শিখতেই "اَللّٰہُ اَللّٰہُ" অতঃপর পুরো বাক্য "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" অতঃপর সম্পূর্ণ কলেমা শিখান।

---

১. "ফতোওয়ায়ে কাযী খাঁন" এ বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ **থেকে বর্ণিত: "**أنّه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين فإن كانا سواء يكره**" অর্থাৎ "সন্তানদের মধ্যে কোন একজনকে বেশি দেয়াতে কোন সমস্যা নাই, যদি তাকে অন্য সন্তানদের চেয়ে প্রাধান্য ও ফযীলত দেয়াটা দ্বীনি কারণে হয়, কিন্তু যদি সবাই সমান হয় তবে প্রাধান্য দেয়া মাকরূহ।"** (আল খানিয়া, কিতাবুল হেবা, ২য় খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

"ফতোওয়ায়ে আমলগীরি"তে রয়েছে: "لوكان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره كذا في "الملتقط"**" অর্থাৎ "যদি ছেলে দুনিয়াবী উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে জ্ঞানার্জনে লিপ্ত হয়, তবে এরূপ ছেলেকে অন্য সন্তানদের মাঝে প্রাধান্য দেয়াতে কোন সমস্যা নাই।"** (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাদিস, ৪র্থ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

(৩৯) যখন বুঝতে শিখবে তখন আদব শিখান, খাওয়ার, পান করার, পরিধান করার, হাসার, বলার, উঠার, বসার, চলার, লজ্জার, বুযুর্গদের সম্মানের শিক্ষা, পিতামাতার, শিক্ষকের এবং মেয়েকে স্বামীর আনুগত্যেরও পদ্ধতি শিখান।

(৪০) কোরআন মজীদ পাঠ করান।

(৪১) (ছেলেদের) নেককার, পরহেযগার, মুত্তাকী, বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ ওস্তাদের নিকট সমর্পণ করে দিন এবং মেয়েদের নেককার, পরহেযগার মহিলার নিকট পড়ান।

(৪২) কোরআন খতম করার পর সর্বদা তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রদান করতে থাকুন।

(৪৩) ইসলামী আক্বীদা ও সুন্নাত শিখান, কেননা শিশুদের সাধারণত দ্বীনে ইসলাম ও সত্য বিষয় গ্রহণ করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, এই সময়ের শিখানো পাথরের রেখা হিসাবে কাজ করবে।

(৪৪) **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও সম্মান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিন, কেননা নবী প্রেমই তো মূল ঈমান।

(৪৫) **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার ও সাহাবা এবং আউলিয়া ও ওলামাদের ভালবাসা ও মহত্ব শিক্ষা দিন, কেননা তা হলো মূল সুন্নাত ও ঈমানের সৌন্দর্য্য বরং ঈমানের নিরাপত্তা ও টিকে থাকার মাধ্যম।

(৪৬) সাত বছর বয়স হতেই নামাযের জন্য মৌখিকভাবে গুরুত্ব দেয়া শুরু করুন।

(৪৭) ইলমে দ্বীন বিশেষ করে অযু, গোসল, নামায, রোযার মাসআলা, তাওয়াক্কুল(১), অল্পেতুষ্টি(২), পরহেযগারীতা(৩), একনিষ্টতা(৪), নম্রতা(৫), আমানতদারীতা(৬), সত্যবাদীতা(৭),

---

১. তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা: "الثقة بالله والإيقان بأنّ قضاءه ماض، واتباع نبيه ﷺ في السعي فيما لا بدله منه من الأسباب" অর্থাৎ "প্রয়োজনীয় মাধ্যম অবলম্বন করাতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখা এবং এই বিষয়ে বিশ্বাস রাখা যে, যা কিছু নিয়তিতে রয়েছে তা হবেই।"
(আল কামোসুন ফিকহিয়্যা, ১৪তম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

২. অল্পেতুষ্টির সংজ্ঞা: "هي السكون عند عدم المألوفات" অর্থাৎ "দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু না হওয়াতেও সন্তুষ্ট থাকাই অল্পেতুষ্টি।" (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ১২৬ পৃষ্ঠা)

৩. পরহেযগারীতার সংজ্ঞা: "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه" অর্থাৎ "কোন জিনিসকে ছেড়ে দিয়ে এমন কোন পরকালিন জিনিসের প্রতি ধাবিত হওয়া, যা এর চেয়েও উত্তম।" (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল ফিকির ওয়ায যুহুদ, ৪র্থ খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

৪. ইখলাছের (একনিষ্টতার) অর্থ: "الإخلاص أن يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط دون غرض آخر" অর্থাৎ "একনিষ্ট হলো, বান্দা নেক আমল শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং খুশির জন্যই করা।" (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল ইলম, ১ম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

৫. নম্রতার সংজ্ঞা: "الضعة خاطر في وضع النفس واحتقارها والتواضع اتباعه" অর্থাৎ "নিজেকে নগন্য এবং নিকৃষ্ট মনে করাকে নম্রতা বলা হয়।"
(মিনহাজুল আবেদীন, আল ফসলুর রাবেয়ে, ৮১ পৃষ্ঠা)

৬. গচ্ছিত রাখা ও আমানতের সংজ্ঞা এবং এর পার্থক্য: "هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا، واحترز بالقيد الأخير من الأمانة، وهي ما وقع في يد الغير من غير قصد" অর্থাৎ "কোন জিনিস স্ব-ইচ্ছায় অন্য কোন ব্যক্তির নিরাপত্তায় দেয়ার নাম হলো "গচ্ছিত রাখা" আর কোন জিনিস এমন, যা কারো নিরাপত্তায় এসে গেলো, যদিও তা ইচ্ছাকৃত নাও হয়, তবে একে "আমানত" বলা হয়।" (আত তারিফাত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

বিঃদ্রঃ- আমানত ও গচ্ছিত রাখাতে বিশেষ ও সাধারণের একান্ত সম্পর্ক রয়েছে যে, প্রত্যেক গচ্ছিত বস্তু হলো আমানত কিন্তু প্রত্যেক আমানত গচ্ছিত নয়।
(আদ দার, ৮ম খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

৭. সত্যবাদীতার সংজ্ঞা: "الصدق في اللغة: مطابقة الحكم للواقع" অর্থাৎ "আভিধানিক ভাবে বক্তার কথা বাস্তবতা অনুযায়ী হওয়াকেই সত্যবাদীতা বলা হয়।"
(আত তারিফাত লিল জুরজানি, ৯৫ পৃষ্ঠা)

ন্যায় পরায়নতা(১), লজ্জা(২), মুখ ও অন্তরের নিরাপত্তা ইত্যাদি গুণাবলীর ফযীলত পড়ান তাছাড়া লোভ ও লালসা(৩), দুনিয়ার ভালবাসা, খ্যাতির বাসনা(৪), রিয়া(৫), দম্ভ(৬),

---

১. ন্যায় পরায়নতার সংজ্ঞা: "العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي اللإفراط والتفريط، وقيل: العدل مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق" অর্থাৎ "অতিরঞ্জনতা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাকে ন্যায় পরায়নতা বলা হয়, এবং এটাও বলা হয়েছে যে, আদল হলো মূল শব্দ, যার অর্থ হলো আদালত, সুতরাং আদল আসলে "মধ্যপন্থা ও অধ্যবসায়" অর্থাৎ সত্যের দিকে ধাবিত হওয়াকে আদল তথা ন্যায়পরায়ণতা বলা হয়।" (আত তারিফাত লিল জারজুনি, ১০৬ পৃষ্ঠা)

২. লজ্জার সংজ্ঞা: (১) "الحياء تغير وانكسار يعتري اللإنسان من خوف ما يعاب به أويدم" অর্থাৎ "কোন কাজ করার সময় ধিক্কার ও নিন্দার ভয়ে মানুষের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াকে লজ্জা বলা হয়।"

(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু ওমুরুল ঈমান, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

(২) "الحياء خلق يبعث ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق" অর্থাৎ "লজ্জা হলো সেই গুণ, যা মন্দ কাজ বর্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, এবং হকদারের হক আদায়ে উদাসিনতা করতে নিষেধ করে।" (শরহে সহীহ মুসলিম লিল ইমাম নববী, ১ম খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)

৩. লোভের সংজ্ঞা: "الحرص فرط الشره في الإرادة وفي "القاموس": أسوء الحرص أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك" অর্থাৎ "চাহিদার অতিরিক্ত চাওয়ার নাম লোভ এবং "কামোসুল মুহিত" এ রয়েছে: মন্দ লোভ হলো যে, নিজের অংশ অর্জন করার পরও অন্যের অংশের লালসা রাখা।"

(মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুর রিকাক, আবুল আমল ওয়াল হিরস, ৯ম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

৪. খ্যাতির বাসনার সংজ্ঞা: "أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار" অর্থাৎ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি এবং সুনাম চাওয়াই হলো খ্যাতির বাসনা।"

(ইহইউল উলুম, কিতাবু যাম্মিল জাহ ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

৫. রিয়ার সংজ্ঞা: "الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه" অর্থাৎ "একনিষ্ঠতা ছেড়ে দেয়ার নাম হলো "রিয়া", সুতরাং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোন আমল করা হচ্ছে রিয়া।" (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ৮২ পৃষ্ঠা)

৬. দম্ভ এর সংজ্ঞা: "العجب هو استعظام النعمة، والركون إليها، مع نسيان إضافتها إلى المنعم" অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত ও দানকে ভুলে কোন দ্বীনি বা দুনিয়াবী নেয়ামতকে নিজের কৃতিত্ব মনে করা এবং এর পতন সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে যাওয়াই হলো দম্ভ।" (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যাম্মিল কবীর ওয়াল উজব, ৩য় খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

অহঙ্কার(১), খেয়ানত(২), মিথ্যা(৩), অত্যাচার(৪), অশ্লিল কথা(৫), গীবত(৬), হিংসা(৭),

---

১. অহঙ্কারের সংজ্ঞা: "الكبرأن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره" অর্থাৎ "অহঙ্কারের অর্থ হলো, মানুষ নিজেকে অপরের চেয়ে বেশি বড় মনে করা।"
(মুফরিদাত ইমাম রাগিব, ৬৯৭ পৃষ্ঠা)
হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির অন্তরে অনু পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।" এক ব্যক্তি আরয করলো: এক ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার পোষাক উত্তম হোক এবং তার জুতা ভাল হোক। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " إنّ الله جميل يحبّ الجمال، الكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وغَمْطُ النَّاسِ" অর্থাৎ "আল্লাহ পাক সুন্দর আর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন, অহঙ্কার হলো সত্যকে অস্বীকার এবং মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করা।"
(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহীমুল কবীর ও বয়ানুহু, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৭)

২. খেয়ানতের সংজ্ঞা: "الخيانة هو التصرّف في الأمانة على خلاف الشرع" অর্থাৎ "শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত কারো আমানত নষ্ট করাই হলো খেয়ানত।"
(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু আলামাতিল মুনাফিক, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

৩. মিথ্যার সংজ্ঞা: "الكذب: عدم مطابقة الخبر للواقع" অর্থাৎ "বক্তার কথা প্রকাশ্যের বিপরীত হওয়াই মিথ্যা।" (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ১২৯ পৃষ্ঠা)

৪. অত্যাচারের সংজ্ঞা: " وضع الشيء في غير موضعه، وفي الشريعة: عبارة عن التعدي عن الحقّ إلى الباطل، وهو الجور" অর্থাৎ "কোন বস্তুকে তার স্থানে না রাখা অত্যাচার এবং শরীয়াতে অত্যাচার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কারো অধিকার ক্ষুন্য করা বা তার সাথে অতিরঞ্জিত করা।" (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)

৫. অশ্লিল কথার সংজ্ঞা: " هو ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم" অর্থাৎ "অশ্লিল কথা, সেই অহেতুক কথা এবং মন্দ কাজ, যা স্বাভাবিক প্রকৃতি ঘৃণা করে এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্নরা ত্রুটি ঘোষনা করে।" (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ১১৭ পৃষ্ঠা)

৬. গীবতের সংজ্ঞা: অর্থাৎ "গীবতের অর্থ হলো যে, কোন ব্যক্তি গোপন ত্রুটিকে (যা সে অন্যের নিকট প্রকাশ হওয়া পছন্দ করে না) তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা।" (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৬তম অংশ, ১৪৯ পষ্ঠা)

৭. হিংসার সংজ্ঞা: "تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد" অর্থাৎ "কোন ব্যক্তির নেয়ামত দেখে এই আশা করা যে, এই নেয়ামত তার কাছ থেকে চলে গিয়ে আমার কাছে এসে যাক।" (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ৬২ পৃষ্ঠা)

বিদ্বেষ[১] ইত্যাদি মন্দকাজের গুনাহ সমূহ পড়ান।

(৪৮) পড়ানো ও শিখানোতে বন্ধুত্ব ও নম্রতার প্রতি খেয়াল রাখা।

(৪৯) সময়মত বুঝান এবং উপদেশ দিন কিন্তু বদদোয়া করবেন না, কেননা এই বদদোয়া তার জন্য সংশোধনের মাধ্যম হবে না বরং আরো বেশি বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫০) যদি মারতে হয় তবে মুখে মারবেন না।

(৫১) অধিকাংশ সময় ভয় ভীতি প্রদর্শন ও ধমকানো দ্বারা কাজ সম্পাদন করে নিন। বেত তার সামনে রাখুন, যেনো মনে ভয় থাকে।

(৫২) ছাত্র অবস্থায় কিছু সময় খেলার জন্যও দিন, যাতে স্বভাবে উদ্যেম অব্যাহত থাকে।

(৫৩) কখনোই খারাপ সংস্পর্শে বসতে দিবেন না, কেননা খারাপ সংস্পর্শ বিষাক্ত সাপের চেয়েও নিকৃষ্ট।

(৫৪) আর কখনোই রূপক প্রেমের বই এবং অশ্লিল ও গুনাহে ভরা গান গাইতে দিবেন না, কেননা নরম ডাল যেদিকে ঝুঁকাবেন ঝুঁকে যাবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মেয়েদেরকে **"সূরা ইউসুফ শরীফ"** এর অনুবাদ পড়াবেন না, কেননা এতে মেয়েদের গোপন চাল-চলনের উল্লেখ রয়েছে, অতঃপর

---

১. বিদ্বেষের সংজ্ঞা: "لسان العرب: إمساك العداوة في القلب والتربُّص لفُرصتها" অর্থাৎ "অন্তরে শত্রুতা পোষণ করা এবং সুযোগ পেতেই তা প্রকাশ করাই হলো বিদ্বেষ।"

(লিসানুল আরব, ১ম খন্ড, ৮৮৮ পৃষ্ঠা)

"الحقد: أن يلزم قلبه استثقاله، والبغضة له، والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى" অর্থাৎ "বিদ্বেষ হলো: মানুষ তার অন্তরে কাউকে বোঝা মনে করা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, ঘৃণা করা এবং এই বিষয়টি সর্বদা পোষণ করা।"

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল যাম্মিল গযবী ওয়াল হকদ ওয়াল হাসদ, ৩য় খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শিশুদেরকে কল্পনা সূচক অহেতুক কথাবার্তা বিষয়ে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই।

(৫৫) যখন দশ বছর বয়সের হবে, তখন মেরে মেরে নামায পড়ান।

(৫৬) এই বয়সে নিজের সাথে এমনকি অন্য কারো সাথেই শুতে দিবেন না, আলাদা বিছানা, আলাদা খাটে নিজের পাশে রাখুন।

(৫৭) যখন যুবক হয়ে যাবে, বিবাহ করিয়ে দিন, বিবাহে বংশ নিবার্চন, দ্বীন, চরিত্র, সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।(১)

(৫৮) এখন যদি এমন কাজের কথা বলে, যাতে অবাধ্যতার সম্ভাবনা রয়েছে, তা আদেশের শব্দ দ্বারা বলবেন না বরং বন্ধুসূলভ ও নম্রভাবে পরামর্শ স্বরূপ বলুন, যেনো সে অবাধ্যতার বিপদে না পড়ে।

(৫৯) তাকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না, যেমনটি অনেকে নিজের কোন ওয়ারিশকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি না দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ সম্পত্তি অন্য কোন ওয়ারিশকে বা অন্য কারো নামে লিখে দেয়।

(৬০) নিজের ইন্তিকালের পরও তাদের চিন্তা মাথায় রাখুন অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি রেখে যান, এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি দান করবেন না।

এই ষাটটি (৬০) তো ছেলে মেয়ে সবার জন্য বরং শেষের দু’টি হকে (৫৯ ও ৬০ নং) সব ওয়ারিশ অন্তর্ভুক্ত এবং বিশেষ করে ছেলেদের হকের মধ্যে হলোঃ

---

১. যা হক নম্বর ১ থেকে ৩ এ বর্ণিত হয়েছে।

(৬১) তাকে লেখা,

(৬২) সাঁতার এবং

(৬৩) আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দিন।

(৬৪) **সূরা মায়েদা** শিক্ষা দিন।

(৬৫) ঘোষনা দিয়ে তার খতনা করান।

বিশেষকরে মেয়েদের হকের মধ্যে হলোঃ

(৬৬) তার জন্মে অসন্তোষ প্রকাশ না করা বরং **আল্লাহ**র নেয়ামত মনে করুন।

(৬৭) তাকে সেলাই ও খাবার রান্না করার কাজ শিখান।

(৬৮) **"সূরা নূর"** এর শিক্ষা দিন।

(৬৯) লিখা কখনোই শিখাবেন না, কেননা এতে ফ্যাসাদের সম্ভাবনা রয়েছে।[১]

(৭০) ছেলেদের চেয়ে বেশি মনতুষ্টি ও যত্ন করুন, কেননা তাদের মন অনেক ছোট হয়ে থাকে।

(৭১) দেয়ার বেলায় তাদের ও ছেলেদেরকে সমান সমান দিন। (অর্থাৎ উভয়কে দেয়ার সময় পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার করুন)।

(৭২) যা কিছু দেয়ার প্রথমে তাদের দিয়ে তারপর ছেলেদেরকে দিন।

(৭৩) নয় বছর বয়স থেকে (মেয়েদের) না নিজের সাথে রাখবেন, না ভাইদের সাথে ঘুমাতে দিবেন।

---

১. এই মাসআলার ব্যাখ্যা মুফতী আলে মুস্তফা মিসবাহী সাহেব رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ "ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া" এর হাশিয়ায় (পাদটীকায়) বলেনঃ যেখানে বিস্তারিত আলোচনার পর শেষের দিকে বলা হয় যে, "যদি সামাজিক বা বংশীয় বা ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে মেয়েদেরকে লিখা শেখানোতে সাধারনত ফিতনার সম্ভাবনা না হয় তবে তা জায়িয হবে এবং যদি সম্ভাবনা হয় তবে সম্ভাবনা অনুযায়ী মাকরুহের বিধান হবে।" (ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৯ পৃষ্ঠা)

(৭৪,৭৫,৭৬) এই বয়স থেকেই বিশেষ নজরদারি শুরু করুন, বিয়ে শাদিতে যেখানে নাচ-গান হয় সেখানে কখনোই যেতে দিবেন না, যদিও নিজের ভাইয়ের সেখানেও হয়, কেননা গান গাওয়া খুবই প্রভাবময় জাদু এবং এই ভঙ্গুর কাঁচকে ভাঙ্গার অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে বরং অনুষ্ঠানে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিন, ঘরকে তাদের জন্য বন্দিশালার ন্যায় বানিয়ে দিন, ছাদে যেতে দিবেন না।

(৭৭) ঘরে পোশাক ও অলঙ্কার পড়িয়ে রাখুন, যাতে বিবাহের বার্তা, আগ্রহের সহিত আসে।

(৭৮) যদি কুফু মিলে যায়, তবে বিবাহে দেরী করবেন না।[১]

(৭৯) যথাসম্ভব ১২ বছর বয়সে বিবাহ দিন।

(৮০) কখনোই ফাসিক ও গুনাহগার বিশেষ করে বদ মাযহাবীর সাথে বিবাহ দিবে না।

এই আশিটি (৮০) হক, যা এই মুহুর্তে দেখছেন তা মারফু হাদীস থেকে খেয়াল আসলো, এতে অধিকাংশ তো মুস্তাহাব, যা বর্জন করাতে মূলত সমস্যা নাই এবং কিছু বর্জন করাতে আখিরাতে জবাবদিহীতা রয়েছে, কিন্তু দুনিয়ায় ছেলেদের জন্য পিতাকে

---

১. কুফু'র মাসআলার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "বাহারে শরীয়াত" এ বলেনঃ কুফু'র অর্থ হলো, পুরুষ নারী থেকে বংশ ইত্যাদিতে এত কম না হওয়া যে, এর দ্বারা বিবাহ, নারীর অভিভাবকদের জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হওয়া, সামঞ্জস্যতা শুধু পুরুষের বেলায়ই গ্রহণযোগ্য, মহিলা যদিও কম মর্যাদা সম্পন্ন বা নিচু বংশীয়ও হয়, তা ধর্তব্য নয়।"
আরো বলেনঃ "সামঞ্জস্যতায় ছয়টি বিষয় ধর্তব্যঃ
(১) বংশ (২) ইসলাম (৩) পেশা (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) সততা (৬) সম্পদ।"
(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭ম অংশ, কুফু'র বর্ণনা, ৪৬ পৃষ্ঠা)

পাকড়াও করা হবে না, ছেলের জন্য জায়িয নাই যে, পিতার সাথে ঝগড়া করার, শুধুমাত্র কয়েকটি হকের ব্যাপারে শাসকের এই অধিকার রয়েছে যে, ছেলেকে হক প্রদানে পিতাকে বাধ্য করার এবং অনুরূপভাবে ছেলের পিতার বিরুদ্ধে দাবী করার আর অভিযোগ করার হক অর্জিত, যা নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রথমত: ভরণপোষণ, পিতার উপর ওয়াজিব হওয়া এবং সে না দিলে তবে শাসক দিতে বাধ্য করবে, না মানলে বন্দি করা যাবে, অথচ সন্তানের অন্য কোন হকের বিষয়ে পিতামাতা অবরুদ্ধ হয় না।

في "ردّ المحتار" عن "الذخيرة": (لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلّا في النفقة، لأنّ فيه إتلاف الصغير)[১] অনুবাদঃ **"ফতোয়ায়ে শামী"** তে **"যখিরা"** এর উদ্ধৃতিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে: পিতাকে তার ছেলের ঋণ এর ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা যাবে না, যদি বংশের ধারাবাহিকতা পিতা থেকে উপরেও চলে যায় এবং পুত্র থেকে নিচেও চলে যায়, তবে ভরণপোষন না দেয়া অবস্থায় পিতাকে বন্দি করা যাবে; কেননা এতে ছোটদের হক ক্ষুন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত: দুধের সম্পর্ক, মায়ের দুধ না হলে তবে ধাত্রী রাখা, বেতন ছাড়া পাওয়া না গেলে তবে বেতন দেয়া ওয়াজিব, না দিলে তবে জোর করে নেয়া হবে যদি শিশুর নিজের সম্পদ না থাকে, অনুরূপভাবে মা তালাক ও ইদ্দত অতিবাহিত করার পর বেতন ছাড়া দুধ পান না করালে তবে তাকেও বেতন দিতে হবে। (যেমনটি **"ফতহুল কাদীর"** ও **"রদ্দুল মুহতার"** ইত্যাদিতে রয়েছে)।[২]

---

১. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তালাক, বাবুন নফকাতি, ৫ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা।
২. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তালাক, বাবুল হাদানাতি, ৫ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

তৃতীয়তঃ প্রতিপালন, ছেলের সাত বছর বয়স, মেয়ের নয় বছর বয়স পর্যন্ত যে সকল মহিলা, যেমন; মা, নানি, দাদি, খালা, ফুফুর নিকট রাখা যাবে, যদি তাদের মধ্যে কেউ বেতন ছাড়া না মানে এবং শিশু ফকির এবং পিতা ধনী হয় তবে জোড় করে বেতন দেয়ানো যাবে। (যেমনটি **"রদ্দুল মুহতার"** এ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।[১]

চতুর্থতঃ ছেলেকে সাত এবং মেয়েকে নয় বছর পর নিজের নিরাপত্তায় এবং তত্ত্বাবধানে রাখা পিতার উপর ওয়াজিব। যদি না নেয়, তবে শাসক জোর করতে পারবে। (যেমনটি **"শরহিল মুজমাআ"** থেকে **"রদ্দুল মুহতার"** এ উদ্ধৃত করা হয়েছে)।[২]

পঞ্চমতঃ তাদের জন্য পৈত্রিক সম্পদ রাখা, কেননা পিতা মৃত্যুশয্যায় এই ব্যাপারে অপারগ হয়ে যায়, এমনকি এক তৃতীয়াংশের থেকে বেশিতে তার ওসীয়ত ওয়ারিশের বিনা অনুমতিতে প্রয়োগ হবে না।[৩]

ষষ্ঠতঃ নিজের প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, ছেলে বা মেয়েকে কুফু ছাড়া বিবাহ দেয়া, বা **মিসলে মোহর**[৪] অনেক কম বা বেশিতে বিবাহ

১. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তালাক, বাবুল হাদানাতি, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।
২. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তালাক, বাবুন নাফকাতি, ৫ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা।
৩. মৃত্যু শয্যায় ওয়ারিশের হক মুরিশ (পিতার) তরকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এবং এই কারণেই পিতা নিজের ধন ও সম্পদ ওয়ারিশদের জন্য রেখে যেতে শরয়ীভাবে অপারগ হয়ে যায়, এমনকি যদি মুরিশ (পিতা) এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি ওসীয়ত করে তবে ওয়ারিশের অনুমতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশিতে সেই মুরিশের (পিতার) ওসীয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না।
৪. মহিলার বংশে তার মতো মহিলাদের যে মোহর হয় তা তার জন্য "মিসলে মোহর", যেমন; তার বোন, ফুফু, চাচার মেয়ে ইত্যাদির মোহর। তার মায়ের মোহর তার জন্য মিসলে মোহর নয়, যদি সে অন্য বংশীয় হয়, আর যদি সে এই বংশীয় হয়, ☛

দেয়া, যেমন; মেয়ের মিসলে মোহর এক হাজার টাকা, পাঁচশত টাকা মোহরে বিবাহ দেয়া, বা বউয়ের মিসলে মোহর পাঁচশত টাকা, এক হাজার টাকা করে নিলো বা ছেলের বিবাহ কোন বাঁদীর সাথে বা মেয়ের বিবাহ এমন কোন ব্যক্তির সাথে যে ধর্ম বা বংশ বা পেশা বা কাজকর্মে বা সম্পদে ত্রুটিপূর্ণ, যার কারণে তার সাথে বিবাহ লজ্জা জনক হয়, একবার তো এরূপ বিবাহ পিতার করানোতে প্রয়োগ হয়ে যাবে যদি নেশায় না থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়বার নিজের কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের এরূপ বিবাহ করালে তা মূলত বিশুদ্ধ হবে না। (যেমনটি বিবাহের আলোচনায় আমরা এর পূর্বে বর্ণনা করেছি)।[১]

☛ যেমন; তার বাবার চাচাতো বোন তবে তার মোহরও তার জন্য মিসলে মোহর এবং সেই মহিলা, যার মোহর তার জন্য মিসলে মোহর, সে কোন কোন কাজে তার মতো হবে এর বিস্তারিত হলোঃ

(১) বয়স (২) সুন্দর (৩) সম্পদে মিল থাকা (৪) উভয়ে একই শহরে থাকা (৫) একই যুগ হওয়া (৬) বুদ্ধি (৭) বিচার বিবেচনা (৮) সততা (৯) ধর্মনিষ্ঠতা (১০) জ্ঞান (১১) আদবে একইরূপ হওয়া (১২) উভয়েই কুমারী হওয়া বা উভয়ই বিবাহিত (১৩) সন্তান হওয়া ও না হওয়াতে একই হওয়া, কেননা এই সকল বিষয়ের ভিন্নতায় মোহরও ভিন্ন হয়ে থাকে। স্বামীর অবস্থাও একউ হওয়া যেমন; যুবক ও বৃদ্ধের মোহর ভিন্ন হয়ে থাকে। আকদের সময় এই বিষয় সমূহে সমতা থাকা গ্রহণযোগ্য। পরে কোন ধরনের কম বেশি হলে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন; একজনের যখন বিবাহ হয়েছিলো তখন যে অবস্থার ছিলো, অপরজনও তার বিবাহের সময় একই অবস্থার কিন্তু প্রথম জনের পরবর্তীতে পতন হয়ে গেলো এবং অপরজনের উন্নতি বা এর উল্টো হলো তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

(দুররে মুখতার, কিবুন নিকাহ, বাবুল মোহর, ৪র্থ খন্ড, ২৭৩-২৭৬ পৃষ্ঠা)

যদি এই বংশে কোন এমন মহিলা না থাকে, যার মোহর তার জন্য মিসলে মোহর হতে পারে তবে অন্য কোন বংশের যা এই বংশের মতো হয়, এতে কোন মহিলা তার মতো হয়, তার মোহর এর জন্য মিসলে মোহর হবে।

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুন নিকাহ, বাবুস সাবেয়ে, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭ম অংশ, মোহরের বর্ণনা, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, কিতাবুত তালাক, বাবুল অলী, ১১তম খন্ড, ৬৭৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তমত: খতনা করাতেও একটি অবস্থা জোর করার রয়েছে যে, যদি কোন শহরের লোক ছেড়ে দেয়, তবে ইসলামী সুলতান তাদের বল প্রয়োগ করবে, না মানলে তবে তাদের সাথে লড়াই করবে। (যেমনটি **"দুররে মুখতার"** এর রয়েছে।[১]

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ

রিসালা: "مَشۡعَلَةُ الۡاِرۡشَادِ" সমাপ্ত হলো।

১. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল খুনসা, মাসায়িলে শতি, ১০ম খন্ড, ৫১৫ পৃষ্ঠা।

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	রচয়িতা/ লেখক	প্রকাশনা
১	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম
২	ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারূ সাদের, বৈরুত
৩	আত তারিফাত	সৈয়দ শরীফ জুরজানি (ওফাত ৮১৬ হিঃ)	দারূল মানার লিল তাবাআত ওয়ান নশর
৪	দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (ওফাত ১০৮৮ হিঃ)	দারূল মারেফা, বৈরুত
৫	বাহারে শরীয়াত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
৬	রদ্দুল মুহতার	সৈয়দ মুহাম্মদ আমিন বিন আবেদীন শামী (ওফাত ১২৫২ হিঃ)	দারূল মারেফা, বৈরুত
৭	নুযহাতুন নাদারা শরহে নুখবাতুল ফিকির	হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি (ওফাত ৮৫২ হিঃ)	ফারুকী কুতুবখানা, মুলতান
৮	শরহে সহীহ মুসলিম	ইমাম ইয়াহইয়া বিন শরফ নূরী **(ওফাত ৬৭৬ হিঃ)**	দারূল হাদীস, মুলতান
৯	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১০	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী (ওফাত ২৬১ হিঃ)	দারূ ইবনে হাযম, বৈরুত
১১	ওমদাতুল ক্বারী	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আইনী (ওফাত ৮৫৫ হিঃ)	বাংলা ইসলামীক একাডেমী
১২	ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া	সদরূশ শরীয়া আমজাদ আলী আযমী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)	মাকতাবায়ে রযবীয়া, করাচী
১৩	ফতোওয়ায়ে কাযী খান	হাসান বিন মানসুর খাযী খান (ওফাত ৫৯৬ হিঃ)	মাকতাবায়ে হক্কানীয়া, পেশাওয়ার
১৪	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
১৫	ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া	মোল্লা নাযিমুদ্দীন এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام	মাকতাবায়ে রশিদীয়া, কোয়েটা
১৬	ফতহুল বারী	হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি (ওফাত ৮৫২ হিঃ)	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৭	ফারহাঙ্গে আসফিয়া	মৌলুভী সৈয়দ আমহদ দেহলভী	সাঙ্গ মিল পাবলিক্যাশন্স
১৮	কানযুল উম্মাল	আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী আল হিন্দী (ওফাত ৯৭৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৯	লিসানুল আরাবী	আল্লামা মুহাম্মদ বিন মাকরুম আল আফরিকি (ওফাত ৮১১ হিঃ)	মওসুয়াতুল আলিমি লিল মাতবুয়াত, বৈরুত
২০	মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমূল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী (ওফাত ১৪৯১ হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিক্যাশন্স, লাহোর

২১	**মুসনাদিল ফিরদাউস**	শেরওয়াইয়া বিন শহরদার দায়লামী (ওফাত ৫০৯ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
২২	**মিনহাজুল আবেদীন**	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২৩	**মুফরিদাত আল আলফাযুল কোরআন**	আল্লামা রাগিব আসফিয়ানী (ওফাত ৪২৫ হিঃ)	দারুল কলম, দামেশক
২৪	**ওয়াকারুল ফতোয়া**	মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী (ওফাত ১৪১৩ হিঃ)	বযমে ওয়াকারুদ্দীন, করাচী

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

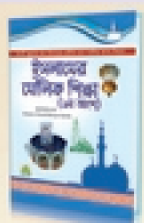
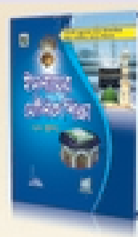

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৪৪০৩৩৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net